بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

হে মুসলিম সেনাবাহিনী, বিশেষতঃ ফিলিস্তিন পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহের সেনাবাহিনী!

ইহুদীদের সীমালঙ্ঘনকারী নির্দয়-পাশবিক কর্মকান্ড দেখার পরও কী আপনাদের ধমনীর রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠে না? তাহলে আর দেরি না করে ফিলিস্তিনের জনগণকে নুসরাহ্ (সামরিক সহায়তা) প্রদান করুন

(আরবী থেকে অনুবাদকৃত)

টানা ৬দিন ধরে দখলদার ইহুদী বাহিনী গাজার নিরস্ত্র সাধারণ জনগণের উপর সকল প্রকার ভয়ংকর যুদ্ধাস্ত্র দ্বারা নির্মমভাবে আক্রমণ করে আসছে যতক্ষণ পর্যন্ত না তাতে মানুষ-গাছপালা-পাথরসমূহ আক্রান্ত হয়... তারা মানুষের মাথার উপর নিজ বাড়িকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে; আর যারা ধ্বংসস্তুপের নীচে জীবিত বেঁচে গেছে তাদেরকে মিসাইল হানা দিচ্ছে... মসজিদসমূহ এবং এমনকি পঙ্গু-বিকলাঙ্গদের আশ্রমগুলোও তাদের এসব দুষ্কর্ম হতে রেহাই পায়নি। তাদের এসব ক্রমবর্ধমান সীমালঙ্ঘনকারী নির্দয়-পাশবিক কর্মকান্ড দেখার পরও পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহ শুধুমাত্র নিহত এবং আহতের সংখ্যাই গণনা করছে, এবং খুববেশী হলে আহতদের জন্য সীমান্ত খুলে দিয়েছে। এমন যেন তারা বলছে, যদি গাজার অবরোধ হতে মুক্তি চাও তাহলে তাড়াতাড়ি ভয়ংকরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আহত হও... অর্থ্যাৎ, আহত এবং রক্তাক্তরা স্বাগতম! এসব শাসকেরা মাঝেমধ্যে আর্থিক সাহায্য প্রদান করে; এবং কোন সন্দেহ নেই তারা ভালোভাবেই অবগত যে – মৃত্যুমুখে পতিত যেকোন ব্যক্তি চায় যেন কেউ তাকে শেষবারের মত এক বেলা খাবার প্রদান করুক! তাছাড়া এসব শাসকেরা এমন তোষামোদিমুলক মধ্যস্থতা করছে যেন তাদেরকে নিরপেক্ষ মনে হয়! সুতরাং তারা এটা-সেটা বলে অনুনয়-বিনয় করছে, এমনকি নতজানু হয়ে এটা-সেটা বলছে। তারা যখন এসব তুষ্টিমূলক মধ্যস্থতা করেছে ততক্ষণে ইহুদী রাষ্ট্র কর্তৃক ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি গাজাবাসীর রক্তে সিক্ত হয়ে গেছে। এবং তারপর একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতি, যা ছিল ইহুদী রাষ্ট্রের নিকট একটি সাময়িক বিশ্রামের মত, এবং তারপর তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আরেক দফা নৃশংস আক্রমণ করেছে এবং এভাবেই চলমান আছে! এ সকল অনুনয়-বিনয় দ্বারা পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহ এবং তার বাইরের রাষ্ট্রসমূহের শাসকেরা আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদের সামনে লজ্জিত হওয়াকে তোয়াক্কা না করে শুধুমাত্র পশ্চিমাদের এবং ইহুদীদের সন্তুষ্টির জন্য নিরপেক্ষ অবস্থানের উপর জোর দিচ্ছে!

এসব শাসকদের এমন কাপুরুষোচিত এবং ছল-চাতুরীর আচরণ দেখে মোটেও বিস্ময় কিংবা আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নাই। কারণ উম্মাহ্ তাদের দ্বারা জর্জরিত হওয়ার আরম্ভের পর থেকে আজ পর্যন্ত এটাই তাদের অভ্যাস এবং চর্চা। কিন্তু সামরিক ক্ষমতার অধিকারী, এবং দ্বীন এবং উম্মাহ্'কে রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত মুসলিম সেনাবাহিনীর আচরণ হচ্ছে বিস্ময় এবং আশ্চর্যের বিষয়; তাদের ভাই-বোনদের উপর নৃসংশভাবে বোমা বর্ষণের দৃশ্য, চারিদিকে রক্তের চিহ্ন, সাহায্যের জন্য আর্তচিৎকার, এবং তারপর কারও কাছ থেকে কোনরকম সাড়া না পাওয়ার দৃশ্য দেখা এবং শোনার পর কিভাবে তারা তা সহ্য করছে?! সর্বোপরী, যদি শাসকেরা সাড়া না দেয় এবং সেনারা ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের পিতা-মাতা, ভাই এবং সন্তানেরা কোথায়?! সুতরাং কেন আপনারা তাদেরকে আল্লাহ্'র রাহে, আল্লাহ্'র বান্দার সমর্থনে এবং পবিত্র ভূমিকে মুক্ত করার আহ্বান জানাচ্ছেন না? আল্লাহ্'র অনুগ্রহ ও কৃপায় আপনারা আপনাদের সন্তানের জিহাদের জন্য পুরস্কৃত হবেন, আর ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া হচ্ছে জিহাদ... সুতরাং তাদের তাক্বওয়া এবং সক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলুন, যাতে তারা ইহুদীদের দ্বারা আক্রান্ত মুসলিমদের সহায়তায় এগিয়ে আসে। **"এবং যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের অবশ্যই কর্তব্য।"** [সূরা আল-আনফাল : ৭২] এবং অবমাননা কিংবা অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তারা নীরব থাকতে পারেনা না। তাদের উচিত আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী শাসকদেরকে প্রত্যাখ্যান করা, এবং তাদের গুনাহে'র আনুগত্যকারী না হওয়া, এবং এর মাধ্যমেই আপনারা তাদেরকে দুনিয়ার লাঞ্ছনা এবং আখিরাতের ভয়াবহ আযাব হতে রক্ষা করতে পারেন।

হে মুসলিম সেনাবাহিনী, বিশেষতঃ পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহের সেনাবাহিনী!

আপনাদের মধ্যে কী এমন একজন বিবেকবান পুরুষ নাই যিনি গাজার জন্য বিজয় বয়ে আনতে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান তার সৈনিক ভাইদের জন্য এমন একটি কার্যকরী নেতৃত্বের সূত্রপাত ঘটাতে পারেন, যাতে তার নাম ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে খোদাই করা থাকে এবং তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে উচ্চ মর্যাদায় আসীন হবেন? আপনাদের মধ্যে কী এমন একজন নাই যিনি পারেন ইসলামের ইতিহাসের মহান সেইসব মুসলিম সেনা নেতৃত্বের গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে পুনরুদ্ধার করতে যারা কোন এক নারীর অসহায় আকুতিতে সাঁড়া দিয়ে সিংহের ন্যায়, 'হে আল্লাহ্'র সৈনিক অশ্বারোহীগণ...' হুংকার দিয়ে ছুটে এসেছিল?

এটা বাস্তব এবং দৃশ্যমান যে আপনাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত রাখতে শাসকগণ ব্যাপক শ্রম দিচ্ছে, এবং তারা রক্ষার বদলে আপনাদের ভাই-বোনদের হত্যা করতে চায়... কিন্তু এসব শাসকদের কে রক্ষা করছে – আপনারা নন কি? তাই এসব শাসকদের পরিণতি আপনাদের হাতের মুঠোয়। সুতরাং যদি আপনারা তাদের বিপরীতে অবস্থান নেন, যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং আপনাদের ভাই-বোনদের সাহায্য করেন তাহলে আপনারাই জয়ী হবেন, এবং যদি আপনারা তাদের অমান্য করেন তবে আপনারা সফল হবেন, কারণ **"সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র আনুগত্যের বাইরে গিয়ে সৃষ্টিজগতের কোন আনুগত্য নাই।"** [আহ্মাদ এবং তাবারানি হতে বর্ণিত]

সুতরাং, আপনাদের মধ্যে একজনও কী বিবেকবান মানুষ নাই যিনি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে বিজয় উপহার দিতে পারেন? আপনাদের মধ্যে কী মু'সাব বিন উমায়ের, আসাদ বিন যুরা'রাহ্ , উসাইদ বিন হুদায়ের এবং সা'দ বিন মু'য়ায নাই যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে সাহায্য করেছিলেন, এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়েছিলেন, যার ফলে আল্লাহ্'র দ্বীনকে সামরিক সহায়তা প্রদানকারী, বিজয় আনয়নকারী সা'দ বিন মু'য়ায (রা.)-এর মৃত্যুতে আল্লাহ্ আর-রহমানের আরশ কেঁপে উঠেছিল? আল-বুখারী, যাবির (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, আমি রাসূল

(সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, **"সা'দ ইবনে মু'য়াযের মৃত্যুতে আল্লাহ্'র আরশ কেঁপে উঠেছিল।"** আপনাদের মধ্যে কী এমন একজন বিবেকবান পুরুষ নাই যিনি পূর্বপুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের পরম্পরা পুনরুদ্ধার করতে পারেন; খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং একজন খলিফা নিয়োগ করতে পারেন? যিনি আপনাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাঁধা না দিয়ে বরং নেতৃত্ব দিবেন, কারণ ইমাম হচ্ছে সেই ঢাল যার পেছনে জনগণ যুদ্ধ করে। আবু হুরায়রা (রা.) হতে মুসলিম বর্ণনা করেছেন যে রাসূল (সাঃ) বলেছেন: **"নিশ্চয়ই ইমাম হচ্ছে সেই ঢাল যার পেছনে থেকে জনগণ যুদ্ধ করে এবং নিজেদেরকে আত্মরক্ষা করে।"** এবং তারপর, তার নেতৃত্বেই ইহুদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব এবং এই পবিত্র ভূমিকে ইসলামী শাসনের নেতৃত্বের অধীন ভূমিতে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব... এবং একমাত্র খলিফাই পারবেন জেরুজালেম এবং তার চারপাশের পবিত্র ভূমি জয়কারী উমর আল-ফারুক, জেরুজালেমকে ক্রুসেডারদের হাত হতে মুক্তকারী সালাহ্উদ্দীন এবং জেরুজালেমের সুরক্ষাকারী ও একে জীবন এবং সমস্ত অর্জনের চেয়েও মূল্যবান হিসেবে বিবেচনাকারী সুলতান আব্দুল হামিদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পুনরুদ্ধার করতে...

এটা আমাদের সবার বোধগম্য যে, আসমান হতে ফেরেশতারা নেমে এসে খিলাফত প্রতিষ্ঠা এবং সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে ইহুদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করবেন না। কিন্তু যদি আমরা ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠা করতে আন্তরিকতা, সততা এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করি তবে আল্লাহ্ ফেরেশতা পাঠিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করবেন। সুতরাং সেনাবাহিনী যদি ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে অগ্রগামী হয়, এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্'র দ্বীনের সাহায্যকারী হয়, তখনই কেবল পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যে ফেরেশতা পাঠাবেন, আমাদের বদলে যুদ্ধ করতে নয়; এবং পবিত্র কুর'আনে অত্যন্ত যথাযথ জ্ঞানময় ভাষায় এই বিষয়ে আয়াত বিদ্যমান: **"বরং যদি তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর ও সংযমী হও এবং তারা যদি তোমাদের উপর নিপতিত হয়, তবে তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ সহস্র বিশিষ্ট ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন।"** [সূরা আলি-ইমরান : ১২৫] যদি আমরা ধৈর্য্যধারণ করি এবং ত্বাকওয়া অবলম্বন করি, এবং যুদ্ধ দ্বারা শত্রুর মোকাবেলা করি তাহলে আল্লাহ্ হাজার হাজার ফেরেশতা দিয়ে আমাদের শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন... এটাই গাজা কিংবা আক্রান্ত অন্যান্য মুসলিমদের সাহায্য করার একমাত্র উপায়, এবং সত্যই- **"এমন সাফল্যের জন্যে পরিশ্রমীদের পরিশ্রম করা উচিত।"** [সূরা আস-সাফ্ফাত : ৬১]

হে মুসলিমগণ, হে মুসলিম সেনাবাহিনী, বিশেষতঃ পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহের সেনাবাহিনী!

গাজায় ইহুদীদের অপরাধ ক্রমবর্ধমান, এবং গাজাবাসীর সাহায্যে শাসকেরা পুরোপুরি নীরব। তাদের মুখ থেকে এমনকি গতানুগতিক নিন্দা জ্ঞাপনও বের হয়নি, এবং যদি তারা করত তবে তা করত বিব্রত হওয়ার ভয়ে... যদিও গাজার চ্যাম্পিয়ানদের দেশীয় তৈরি অস্ত্র শত্রুদেরকে হতভম্ব, রক্তাক্ত এবং আতংকিত করেছে, কিন্তু ইহুদী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হবে না। এবং শত্রুর বিপক্ষে জয়ী হতে, এবং এর অস্তিত্বকে বিলীন এবং শক্তিশালী আক্রমণের দ্বারা চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে সেনাঅভিযান প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদী কাফিররা, ইহুদী রাষ্ট্রের সমর্থক এবং দালালেরা ফিলিস্তিনের বিষয়টিকে ইসলামী বিষয় হতে আরবদের বিষয়, তারপর ফিলিস্তিনের জাতীয় বিষয়, এমনকি তার চেয়েও অর্ধেক একটি বিষয়ে নামিয়ে আনতে সফল হয়েছে! সবার কাছে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে ফিলিস্তিনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা সম্ভব হবেনা যদি না একে পুনরায় ইসলামী বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। যাতে তা দূরপ্রাচ্যের ইন্দোনেশিয়া হতে দূরপশ্চিমের মরক্কো পর্যন্ত সামরিক অথবা বেসামরিক সকল মুসলিমের জন্য একটি বিষয়ে পরিণত হয়। যাতে মুসলিমরা অনুধাবন করতে পারে যে ফিলিস্তিন তাদের বন্ধু রাষ্ট্র নয়, এমনকি সহদর রাষ্ট্রও নয়, বরং তাদের আত্মা, তাদের ভূ-খন্ড, তাদের সম্মান এবং তাদের ফরয দায়িত্ব... যেহেতু মুসলিমরা একটি শরীরের মত – **"যদি শরীরের যেকোন একটি অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হয় তবে সমস্ত শরীর তার ব্যাথা অনুভব করে।"** [আল-নু'মান বিন বশিরের বরাত দিয়ে মুসলিম শরিফে বর্ণিত]

হে মুসলিম সেনাবাহিনী, বিশেষতঃ পরিবেষ্টিত রাষ্ট্রসমূহের সেনাবাহিনী!

হিযবুত তাহ্রীর, আপনাদেরকে আহ্বান করছে এবং আপনাদের প্রতিজ্ঞাকে জাগ্রত করছে, এবং আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই পবিত্র ভূমি হচ্ছে মুসলিম ভূ-খন্ডের অলংকার, দুই ক্বিবলার প্রথম ক্বিবলা, এবং রাসূল (সাঃ) ইসরা-মিরাজের বিরতি স্থান। সুতরাং শত্রুর মোকাবেলায় এবং আপনার ভাই-বোনদের সাহায্যে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়ুন। সর্বশক্তিমান বলেন: **"তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং আল্লাহ্'র পথে নিজেদের জান এবং মাল দিয়ে জিহাদ কর, এটিই তোমাদের জন্যে উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।"** [সূরা আত্-তওবা : ৪১]

এবং তাদের মত হবেন না, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন, **"হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহ্'র পথে বের হবার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি নগণ্য।"** [সূরা আত্-তওবা : ৩৮]

নতুবা: **"তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্যদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মত হবে না।"** [সূরা মুহাম্মদ : ৩৮]

১৪ রমযান ১৪৩৫ হিজরী
১২ জুলাই ২০১৪ খৃষ্টাব্দ

হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর ওয়েব সাইট : www.ht-bangladesh.info
ফেসবুক লিংক: www.facebook.com/PeoplesDemandBD2
হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর ইমেল : contact@ht-bangladesh.info
হিযবুত তাহ্রীর, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ-এর মিডিয়া অফিসের সাথে যোগাযোগের তথ্য:
০১৭৯৮ ৩৬৭ ৬৪০ htmedia.bd htmedia.bd@outlook.com

হিযবুত তাহ্রীর
www.hizb-ut-tahrir.info
হিযবুত তাহ্রীর-এর আমীর শেখ আতা' ইবনে খলিল আবু আর্-রাশতা-এর
ফেসবুক লিংক: www.facebook.com/Ata.AbualRashtah